কোনও বিকল্প নেই।'

বরুণ অস্বস্তি

পিলভিটের প্রার্থী বরুণ গান্ধীকে নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপি। ২০০৯ থেকে ১৪, এই ৫ বছরে বিএসএনএলের কাছে টেলিফোন বিল বাবদ সাংসদের বকেয়া ৩৮ হাজার ৬১৬ টাকা। টাকা না মিটিয়ে, বিএসএনএল থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না নিয়েই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বরুণ। ফলে বাতিল হয়ে যেতে পারে মনোনয়ন।

কংগ্রেসে ধাক্কা

ভোটের আগে কংগ্রেস ছাড়লেন বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুর। কয়েক বছর আগে অল্পেশ গড়ে তোলেন গুজরাট ক্ষত্রিয় ঠাকোর সেনা। মঙ্গলবার ঠাকোর সেনার কোর কমিটি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। একইসঙ্গে অল্পেশকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে বলে। সেই মোতাবেক বুধবার কংগ্রেস ছাড়লেন অল্পেশ।

জেলেই লালু

বুধবার আরজেডি সুপ্রিমোর জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। আগেই জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানিয়েছিল, বাইরে বেরোলেই রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন লালু। ২৪ মাস জেলে রয়েছেন। এবার জামিন দিক আদালত। লালুর এই আর্জিতে কান দেয়নি প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। আদালত জানায়, ১৪ বছরের সাজায় ২৪ মাস কিছুই নয়।

মিনি মোদি

শোনা যাচ্ছিল পুরী থেকে দাঁড়াবেন মোদি। শেষ পর্যন্ত সম্বিত পাত্রকে দাঁড় করাল দল। 'অন্যতম সেরা ঠাট্টা', সম্বিতকে প্রার্থী করায় কটাক্ষ বিজেডি-র পিনাকী মিশ্রের। 'মোদি আমাদের নেতা। দলের সব প্রার্থীই মোদির ক্ষুদ্র সংস্করণ। নিজেদের নামে নয়, মোদির নামেই আমরা লড়ছি।' কটাক্ষ সামাল দেওয়ার চেষ্টায় মন্তব্য সম্বিতের।

ভোট বাজার

এসে গেল ভোট। এখন প্রতিদিন বাড়ছে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতীক লাগানো বেলুন, বোতাম, ব্যানার, শাড়ি কিংবা টি শার্টের চাহিদা। বিজেপি-র ম্যয় ভি চৌকিদার টি শার্ট, আপ টুপি, মোদি কিংবা প্রিয়াঙ্কার ছবি আঁকা শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে। পার্টি অফিসের বাইরে, দিল্লির সদর বাজারে কিংবা অনলাইনে অ্যামাজন বা স্ন্যাপডিলে চলছে দেদার কেনাকাটা।

জাতীয়তাবাদে উদ্বিগ্ন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তুলনা করে ইমরানের বক্তব্য, 'ওঁরা দুজনেই ত্রাস ও জাতীয়তবাদের সওদা করে নির্বাচনী যন্ত্র চালান।' স্বাধীনতা ইস্তক ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি। এই অভিযোগও করেছেন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, কাশ্মীর রাজনৈতিক সমস্যা। সামরিক অভিযানে তার মীমাংসা সম্ভব নয়। পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করলে, তাদের দমন করতে ভারতীয় সেনার অভিযানে কাশ্মীরিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইসলামাবাদ তাদের মাটিতে বেড়ে ওঠা জঙ্গি গোষ্ঠীদের নির্মূল করতে তৎপর। ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে বারবার উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। বারবার তা ফিরিয়ে দিয়েছে ভারত। এদিকে, ইমরানের সাক্ষাৎকার প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি-কে বিঁধছে কংগ্রেস এবং বিরোধীরা। আপ, এবং ওমর আবদুল্লা এবং মেহবুবা মুফতি। কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালার টুইট, 'পাকিস্তান পাকাপাকিভাবে মোদির সঙ্গে জোট করেছে। মোদিকে ভোট দেওয়া মানে পাকিস্তানকেই ভোট দেওয়া। মোদির প্রতিটি ভোট আসলে পাকিস্তানের। মোদিজি, প্রথমে নওয়াজ শরিফ আপনার বন্ধু ছিলেন। আর এখন ইমরান খানও। গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল যে!' আপ প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানতে চেয়েছেন, 'পাকিস্তান মোদিজিকে জেতাতে চায় কেন? সব ভারতীয়ের জানা উচিত, মোদি জিতলে পাকিস্তানে বাজি ফাটবে।' ওমর আবদুল্লা টুইট করেছেন, 'এতদিন মোদিসাহেব বলতেন শুধু পাকিস্তান আর তাদের সমব্যথীরা বিজেপি-র হার চায়। এখন দেখা যাচ্ছে ইমরান খানই তাঁকে আবারও প্রধানমন্ত্রী চান।' আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবার টুইট-খোঁচা, 'মোদিভক্তরা মাথা চুলকে একশা। হতভম্ব। বুঝেই উঠতে পারছে না, ইমরানের প্রশংসা করবেন কিনা।'

সেই দাম ইউপিএ সরকারের আমলে ঠিক হওয়া দামের থেকে কত বেশি, তা-ও বলতে চায়নি। বিমানগুলির সামরিক ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়েও মৌনব্রত নিয়েছিল, না হলে প্রতিপক্ষ নাকি সব জেনে যাবে! এর পরই দ্য হিন্দু কাগজে একের পর এক প্রতিরক্ষা নথি প্রকাশ করে প্রবীণ সাংবাদিক এন রাম প্রমাণ দিতে শুরু করেন যে রাফাল দুর্নীতির শিকড় কতদূর গভীরে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল কীভাবে, নিজেদের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে রাফাল চুক্তিতে নাক গলিয়েছিলেন, খবরদারি করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিদল কবে তাতে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিল। প্রতিরক্ষা সচিবের সই করা সেই 'নোট অফ ডিসেন্ট'-এর প্রতিলিপি পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়। জানা যায়, ফরাসি বিমান নির্মাতা সংস্থা দাসো অ্যাভিয়েশনের সঙ্গে যখন কথা চলছে আলোচনার সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের, তখন তাদের কিছুই না জানিয়ে সমান্তরাল আলোচনা শুরু করেছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। ঘটনাচক্রে সেই নিয়ম এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত আলোচনার কথা জানতে পারেন প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিরা। জানতে পারেন, চুক্তির এমন কিছু জরুরি, অত্যাবশ্যক শর্তে ছাড় দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, যা দেশের স্বার্থবিরোধী। তাতে আর্থিক ক্ষতি হবে। নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে তখন 'নোট অফ ডিসেন্ট' পাঠান প্রতিনিধিরা। এবং সর্বশেষ যে

SALE OF CABLE MANUFACTURING UNIT, SHYAMNAGAR and COMMERCIAL PREMISES, KOLKATA

Shyamnagar Cable Mfg. Unit
West Bengal
[with freehold land of 15 acres]*
Product profile: Power cables, special cables, irradiated rubber cables, EB cables
Reserve Price:
Rs. 40 crores

First Floor of Nicco House
1B and 2 Hare Street
[to the extent owned by NCL]
17000 sq feet* of prime commercial space
Reserve Price:
Rs. 11 crores

*All areas are approximates and are unmeasured, on the basis of records available.
All EOIs/bids subject to Invitation dated 10.04.2019.
Please visit http://vinodkothari.com/nicco-liquidation/ for details, or drop e-mail to niccoliquidation@gmail.com.
Last date for submission of EOI is 20.04.2019.
All communication to be addressed to niccoliquidation@gmail.com

Vinod Kumar Kothari, Liquidator
NICCO Corporation Limited – in Liquidation
Nicco House, 2, Hare Street, Kolkata- 700001
e-mail: niccoliquidation@gmail.com,
Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-17/10033
Date: 10.04.2019

TATA

টাটা গ্লোবাল বেভারেজেস লিমিটেড

সিআইএন ঃ L15491WB1962PLC031425
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
ফোন ঃ +৯১ ০৩৩ ২২৮১৩৭৭৯/৩৮৯১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৮১১১৯৯
ই-মেল ঃ investor.relations@tgbl.com, ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www.tataglobalbeverages.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নোক্ত সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি) হারিয়ে গেছে / পাওয়া যাচ্ছে না এবং উক্ত সিকিউরিটিগুলির অধিকারী(গণ) সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছেন ঃ

ক্রম নং	নথিভুক্ত অংশীদারের নাম	প্রতি ১ টাকার ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা	পার্থক্যসূচক নং
১	জয়া মান	৫০০	৭৫৯৭১৮১ - ৭৫৯৭৬৮০

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে যদি উক্ত সার্টিফিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি পেশ না হয়, তাহলে পরবর্তী কোনো অনুবেদন ছাড়াই কোম্পানি সার্টিফিকেটের(গুলির) প্রতিলিপি ইস্যু করা হবে।

টাটা গ্লোবাল বেভারেজস লিমিটেড-এর পক্ষে
নীলাক্ত চক্রবর্তী
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারী

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ এপ্রিল ১০, ২০১৯

KOLKATA MUNICIPA

u/s 17A of the West Beng

Whereas the waterbodies lo
(back side of S.B.I.) in ward n
and bounded on the **North by**
the South by H/O Sri Kam
Hazra, Kolkata-700 060 ;
Chodhury, Kolkata- 700 060
Dhar and vacant Land, K
waterbodies namely, Bhairabi
Road, Bye Lane Kolkata-7
Borough XIII butted and bou
Premises No. 68/P, Roy Bah
by Premises No. 69/20, Sat
East by Premises No. 84/10,
the West by Premises No.
neglected and kept in ill-m
destruction of fisheries &
contravention of the provision
Inland Fisheries Act, 1993 (for
Whereas the owners/claimar
asked to show cause th
on **17.04.2018 (for Sl no. 1),**
the Management Control of t
would not be taken over by
provision of 17A of West Beng
the owners/claimants of the s
the waterbodies and its embar
have not promoted pisciculti
owners have not compli
(for Sl no. 1&2).
Now, therefore I am being th
West Bengal Inland Fisher
Management Control of the sa
17A of the said Act for the pur
prevention of environmental d
of **25 years** within immediate e

10/19-20